উপস্থিত : মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ ও পারিবারিক আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

আদেশ নং-
তারিখ-২৬/০৭/২০২৩ ইং

অদ্য একতরফা বিষয়ক আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেন।

নথি আদেশের জন্য গ্রহণ করলাম।

P.W.1 এর গৃহীত জবানবন্দি, নথি ও দাখিলকৃত কাগজ দেখলাম এবং পর্যালোচনা করলাম। সংশ্লিষ্ট নিকাহ্নামার সত্যায়িত প্রতিলিপি প্রদর্শনী-১ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ধার্যকৃত মোট ১২,০০,০০০/- টাকার মধ্যে ৭,০০,০০০/- অংশ তলবী দেনমোহর (Prompt Dower) এবং বাকি ৪,০০,০০০/- অংশ বিলম্বিত দেনমোহর (Deferred Dower) হিসেবে ধার্য ছিল। বিবাহের প্রাক্কালে বাদিনীকে স্বর্ণালংকার বাবদ ১,০০,০০০/- টাকা নগদ পরিশোধ করা হয়। বিবাহ বলবৎ থাকাকালে বিবাদী বাদীকে তলবী দেনমোহর এর কোন অংশ পরিশোধ করেছে মর্মে দৃষ্ট হয়নি।

বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী তালাকের হলফনামার কপি প্রদ- ২ দৃষ্টে , বাদিনী ০২/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীকে তালাক প্রদান করিয়াছে। সুতরাং উভয়য়ের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক বর্তমানে বলবৎ নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

আইন মোতাবেক বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ায় বাদিনী তার প্রাপ্য বিলম্বিত দেনমোহর (Deferred Dower) দাবি করতে পারবেন। স্বীকৃত মতে, দেনমোহর বাবদ কোন টাকা পরিশোধ করা হয়নি। সুতরাং তলবী ও বিলম্বিত দেনমোহরের বকেয়া পরিমাণ (৭,০০,০০০ + ৪,০০,০০০) = ১১,০০,০০০/- টাকা যা বাদী এখনই পেতে হকদার মর্মে আমি মনে করি।

১ নম্বর বাদী নিজের জন্য মাসিক ৫০০০/- টাকা হারে ভরণপোষণ দাবি করেছেন। বর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় মাসিক ভরণপোষণের উক্ত হার দাবিকৃত ৫০০০/- টাকা নির্ধারণ করা অযথার্থ হবে না মর্মে আমি বিবেচনা করি। সেই মোতাবেক মাসিক ৫০০০/- টাকা হারে বিগত ১৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ০১/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০৭ মাসের জন্য স্ত্রীর প্রাপ্য বকেয়া ভরণপোষণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫,০০০/- টাকা। এছাড়া ইদ্দতকালীন ০৩ মাস সময়ের জন্য বাদিনী আরো ১৫০০০/- টাকা ভরনপোষন বাবদ প্রাপ্য হবেন বলে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমা প্রমাণ করতে সমর্থ হওয়ায় এটি আংশিক ডিক্রিযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ভরণপোষণ ও দেনমোহরের প্রার্থনায় আনীত অত্র পারিবারিক মোকদ্দমা বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় আংশিক ডিক্রি হলো। এতদ্বারা বাদীকে বকেয়া তলবী দেনমোহর (Prompt Dower) বাবদ ৭,০০,০০০/- টাকা ও বিলম্বিত দেনমোহর (Deferred Dower) বাবদ ৪,০০,০০০/- টাকা এবং ভরণপোষণ বাবদ ৫০,০০০/-

টাকা একত্রে (৭,০০,০০০/ + ৪,০০,০০০/- + ৫০,০০০/-) =১১,৫০,০০০/- (এগার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার ডিক্রি প্রদান করা হলো।

অদ্য হতে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে ডিক্রিকৃত সাকুল্য অর্থ **(৭,০০,০০০/ + ৪,০০,০০০/- + ৫০,০০০/-) =১১,৫০,০০০/- (এগার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)** টাকা বাদীপক্ষের অনুকূলে প্রদান করার জন্য বিবাদী কে নির্দেশ দেওয়া গেল।

ব্যর্থতায় অদ্য হতে আদায়যোগ্য ডিক্রিকৃত অর্থের ওপর বার্ষিক ১৫% হারে সরলসুদে বাদীপক্ষ আইন মোতাবেক আদালতযোগে বিবাদীর খরচায় তা আদায় করে নিতে পারবে।

মোঃ হাসান জামান ,
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ ও পারিবারিক আদালত,
পটিয়া চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান ,
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ ও পারিবারিক আদালত,
পটিয়া চট্টগ্রাম।

অদ্য একতরফা বিষয়ক আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। নথি আদেশের জন্য গ্রহণ করলাম। P.W.1 এর গৃহীত জবানবন্দি, নথি ও দাখিলকৃত কাগজ দেখলাম এবং পর্যালোচনা করলাম।

সংশ্লিষ্ট নিকাহ্নামার সত্যায়িত প্রতিলিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ধার্যকৃত মোট ৮,১০,০০০/- টাকার মধ্যে ৫,৩৩,০০০/- অংশ তলবী দেনমোহর (Prompt Dower) এবং বাকি ২,৬৭,০০০/- টাকা অংশ বিলম্বিত দেনমোহর (Deferred Dower) হিসেবে ধার্য ছিল। বিবাহ বলবৎ থাকাকালে বিবাদী বাদীকে তলবী দেনমোহর এর কোন অংশ পরিশোধ করেছে মর্মে দৃষ্ট হয়নি।

বাদিনী ০৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীকে তালাক প্রদান করেছেন মর্মে দাবি করিলেও আইনত তালাক কার্যকর হয়নি মর্মে দৃষ্ট হয়। আইনজীবীর মাধ্যমে তালাক নোটিশ প্রেরণ করিয়া তালাক প্রদানের কোন আইনী ভিত্তি নেই। বাদীনি বিবাদীকে রেজিস্টার্ড তালাক প্রদান করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়নি। সুতরাং উভয়য়ের মধ্যকার বিবাহ এখনো বলবৎ রহিয়াছে বলে আমি বিবেচনা করি।

আইন মোতাবেক বিবাহ বিচ্ছেদ না হলে অথবা স্বামীর মৃত্যু না হলে বিলম্বিত দেনমোহর (Deferred Dower) দাবি করা যায় না। স্বীকৃত মতে, দেনমোহর বাবদ ১০,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। সুতরাং তলবী দেনমোহরের বকেয়া পরিমাণ (৫,৩৩,০০০ - ১০,০০০) বা ৫,২৩,০০০/- টাকা যা বাদী এখনই পেতে হকদার মর্মে আমি মনে করি।

১ নম্বর বাদী নিজের জন্য মাসিক ৬০০০/- টাকা হারে এবং কন্যাসন্তানের জন্য মাসিক ৩০০০/- টাকা হারে ভরণপোষণ দাবি করেছেন। বাদিনী ১ নং বিবাদীকে তালাক প্রদান কয়িাছে এই অযুহাতে পরবর্তীতে বিবাদীর সাথে সংসার চলমান না রাখায় বাদিনী ০৮/১১/২০১৮ ইং তারিখ পরবর্তী দিন হইতে কোন ভরনপোষন প্রাপ্য হবেন না।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় মাসিক ভরণপোষণের হার ১ নং বাদীর জন্য ৩০০০/- টাকা এবং কন্যা সন্তানের জন্য ২০০০/- টাকা নির্ধারণ করা অযথার্থ হবে না মর্মে আমি বিবেচনা করি। সেই মোতাবেক মাসিক ৩০০০/- টাকা হারে গত ০৬/০৫/২০১৮ ইং তারিখ থেকে ০৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৬ মাস ০২ দিবসের জন্য স্ত্রীর প্রাপ্য বকেয়া ভরণপোষণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮,২০০/- টাকা। অন্যদিকে, গত ০২/০৭/২০১৮ ইং তারিখ থেকে ১১/০৪/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪৫ মাস ০৯ দিবসের জন্য ২০০০/- টাকা হারে কন্যাসন্তানের ভরণপোষণের পরিমাণ আরও ৯০,৬০০/- টাকা।

সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমা আংশিকভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হওয়ায় এটি আংশিক ডিক্রিযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ভরণপোষণ ও দেনমোহরের প্রার্থনায় আনীত অত্র পারিবারিক মোকদ্দমা বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় আংশিক ডিক্রি হলো। এতদ্বারা ১ নম্বর বাদীকে বকেয়া তলবী দেনমোহর বাবদ ৫,২৩,০০০/- টাকা ও বকেয়া ভরণপোষণ বাবদ ১৮,২০০/- টাকা একত্রে (৫২৩,০০০/- + ১৮,২০০/-) = ৫,৪১,২০০/- টাকার ডিক্রি প্রদান করা হলো। এতদ্বারা আরও আদেশ হয় যে, কন্যাসন্তান মোছাম্মত জান্নাতুল মাওয়া কে ৯০,৬০০/- টাকা বাবদ বকেয়া ভরণপোষণের ডিক্রি প্রদান করা হলো। অধিকন্তু ১ নম্বর বাদীর সাথে বিবাদীর বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাবস্থায় অথবা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান না থাকলে ইদ্দতকাল পর্যন্ত এবং কন্যাসন্তান বিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকে মে ২০২২ ইং মাস হতে প্রতি ইংরেজি মাসের জন্য মাসিক ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা হারে ভরণপোষণ প্রাপ্ত হবে। অদ্য হতে আগামী ১৫ (পনের) দিবসের মধ্যে ডিক্রিকৃত সাকুল্য অর্থ (৫২৩,০০০/- + ১৮,২০০/-) বা ৫,৪১,২০০/- (পাঁচ লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুইশত) টাকা (১১/০৪/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত) বাদীপক্ষের অনুকূলে প্রদান করার জন্য বিবাদী কে নির্দেশ দেওয়া গেল।

ব্যর্থতায় অদ্য হতে আদায়যোগ্য ডিক্রিকৃত অর্থের ওপর বার্ষিক ১৫% হারে সরলসুদে বাদীপক্ষ আইন মোতাবেক আদালতযোগে বিবাদীর খরচায় তা আদায় করে নিতে পারবে।

অদ্য একতরফা বিষয়ক আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। নথি আদেশের জন্য গ্রহণ করলাম। P.W.1 এর গৃহীত জবানবন্দি, নথি ও দাখিলকৃত কাগজ দেখলাম এবং পর্যালোচনা করলাম।

সংশ্লিষ্ট নিকাহ্নামার সত্যায়িত প্রতিলিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ধার্যকৃত মোট ৮,১০,০০০/- টাকার মধ্যে ৫,৩৩,০০০/- অংশ তলবী দেনমোহর (Prompt Dower) এবং বাকি ২,৬৭,০০০/- টাকা অংশ বিলম্বিত দেনমোহর (Deferred Dower) হিসেবে ধার্য ছিল। অর্থাৎ তলবী দেনমোহরের পরিমাণ ০০ টাকা। আইন মোতাবেক বিবাহ বিচ্ছেদ না হলে অথবা স্বামীর মৃত্যু না হলে বিলম্বিত দেনমোহর (Deferred Dower) দাবি করা যায় না। স্বীকৃত মতে, দেনমোহর বাবদ ০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। সুতরাং তলবী দেনমোহরের বকেয়া পরিমাণ (০০ - ০০) বা ০০ টাকা যা বাদী এখনই পেতে হকদার মর্মে আমি মনে করি।

১ নম্বর বাদী নিজের জন্য মাসিক ০০ টাকা হারে এবং কন্যাসন্ড়নের জন্য মাসিক ০০ টাকা হারে ভরণপোষণ দাবি করেছেন। বর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্ড়বতায় মাসিক ভরণপোষণের হার প্রত্যেকের জন্য ০০ টাকা নির্ধারণ করা অযথার্থ হবে না মর্মে আমি বিবেচনা করি। সেই মোতাবেক মাসিক ০০ টাকা হারে গত ০০/০০/০০০০ তারিখ থেকে ০০/০০/০০০০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় মোট ১৫ মাস ২১ দিবসের জন্য স্ত্রীর প্রাপ্য বকেয়া ভরণপোষণের পরিমাণ দাঁড়ায় ০০ টাকা। অন্যদিকে, উক্ত একই সময়ের জন্য একই হারে কন্যাসন্ড়নের ভরণপোষণের পরিমাণ আরও ০০ টাকা।

সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমা আংশিকভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হওয়ায় এটি আংশিক ডিক্রিযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ড় করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ভরণপোষণ ও দেনমোহরের প্রার্থনায় আনীত অত্র পারিবারিক মোকদ্দমা বিবাদীপক্ষের বির"দ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় আংশিক ডিক্রি হলো। এতদ্বারা ১ নম্বর বাদীকে বকেয়া তলবী দেনমোহর বাবদ ০০ টাকা ও বকেয়া ভরণপোষণ বাবদ ০০ টাকা একত্রে (০০ + ০০) = ০০ টাকার ডিক্রি প্রদান করা হলো। এতদ্বারা আরও আদেশ হয় যে, কন্যাসন্ড়ান তাসনীম জামান (নিশাত) কে ০০ টাকা বাবদ বকেয়া ভরণপোষণের ডিক্রি প্রদান করা হলো। অধিকন্তু ১ নম্বর বাদীর সাথে বিবাদীর বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাবস্থায় অথবা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান না থাকলে ইদ্দতকাল পর্যন্ড় এবং কন্যাসন্ড়ান বিবাহিত না হওয়া পর্যন্ড় প্রত্যেকে ডিসেম্বর ২০১৩ ইং মাস হতে প্রতি ইংরেজি মাসের জন্য মাসিক ০০ () টাকা হারে ভরণপোষণ প্রাপ্ত হবে। অদ্য হতে আগামী ১৫ (পনের) দিবসের মধ্যে ডিক্রিকৃত সাকুল্য অর্থ (০০ + ০০) বা ০০ () টাকা (০০/০০/০০০০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়) বাদীপক্ষের অনুকূলে প্রদান করার জন্য বিবাদী কে নির্দেশ দেওয়া গেল। ব্যর্থতায় অদ্য হতে আদায়যোগ্য ডিক্রিকৃত অর্থের ওপর বার্ষিক ১৫% হারে সরলসুদে বাদীপক্ষ আইন মোতাবেক আদালতযোগে বিবাদীর খরচায় তা আদায় করে নিতে পারবে।